দৈনিক বাংলা

30

তারিখ 29 AUG 1992
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

বাংলাদেশে গণশিক্ষা কর্মসূচী

রফিকুল ইসলাম আকন্দ

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত, সে জাতি তত বেশী উন্নত। দেশের মানুষকে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে জাতীয় উন্নয়ন কল্পনাতীত। এ সার্বজনীন ধারণা থেকেই আজকে সারা-বিশ্বে শিক্ষার হার বৃদ্ধি তথা শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকে উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। আর এ জন্যই আন্তর্জাতিক-ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইউনেস্কো ও ইউনিসেফ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা আগামী '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা' এ ঘোষণাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। বাংলা-দেশ ১৯৯০ সালের মার্চে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে এবং পরবর্তীকালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত এ কর্মসূচীতে সাক্ষর-দাতা অন্যতম দেশ প্রসঙ্গত আমাদের কাছাকাছি এশিয়ার বেশ কতিপয় দেশে যথা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালদ্বীপ ও ভিয়েতনামে সাক্ষরতার হার ৮৫% থেকে ৯৫% ভাগ। আর চীন, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া ৭০% ভাগ থেকে ৮৫% ভাগ সাক্ষরতা অর্জন করেছে। সেক্ষেত্র বর্তমানে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার শতকরা ৩১·৮ ভাগ।

বাংলাদেশে গণশিক্ষা

বাংলাদেশের গণশিক্ষা কর্মসূচী নতুন কিছু নয়। ব্রিটিশ আমল থেকে প্রতিটি সরকারের আমলেই এ ব্যাপারে কিছু কিছু কাজ হয়েছে। কিন্তু তাতে তেমন অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। ১৯৮০ সালে সর্বপ্রথম ব্যাপক ভিত্তিতে বাংলাদেশ গণ-শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এ সময়ে মাত্র দেড় বছরে ৪০ লাখ মানুষকে সাক্ষরতা দান করা হয়। ১৯৮২ সালে সরকার পরিবর্তনের ফলে কর্মসূচী স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৮৭ সালে পুনরায় এ কর্ম-সূচী চালু করা হয়। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সমাপ্তির পর একটি 'স্পিল-ওভার প্রজেক্ট' হিসাবে এ কর্মসূচী ১৯৯০-৯১ সালে চালু করা হয়। দেশের মাত্র ২৭টি উপজেলায় এ প্রকল্পকে সংকুচিত আকারে বাস্তবায়ন করা হয়। বস্তুতঃ এ সময়ে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে এ কর্মসূচী তেমন সফল হয়নি। এই সময়ে গণশিক্ষা কর্মসূচী তেমন গুরুত্ব পায়নি। বর্তমানে দেশে একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। এ সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্ত-বায়ন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার। দেশের ব্যাপক জনগণকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার লক্ষ্যে বিএনপি সর-কার ক্ষমতায় আসার পর গণশিক্ষা কর্ম-সূচী বাস্তবায়নের কথা ঘোষণা করেছেন। এ কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ এবং এ জন্য অর্থ যোগানের ব্যাপারে সরকার বিভিন্ন মহলের পরামর্শ নিচ্ছেন। অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম। গণশিক্ষা কর্মসূচীতে নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থা-গুলো এ ব্যাপারে বেশ সহযোগিতা দানের আগ্রহ প্রকাশ করছে। দাতাদেশ ও সংস্থা-গুলো আগামী ২০০০ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের আগ্রহ প্রকাশ করছে। সরকার এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছেন। এসব কার্যক্রমের মধ্যে একটি হচ্ছে ৪ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি-মূলক শিক্ষা। ১৯৯২ ও ১৯৯৩—এ দুই বছরে সারাদেশের ২২৫০টি কেন্দ্রে মোট ৬৭,৫০০ শিশুকে এ শিক্ষা প্রদান করা হবে। নিরক্ষর ও আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর পরিবারের শিশুদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য তৈরি করাই এ কার্যক্রমের লক্ষ্য বাধ্যতামূলক বা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে এ কর্মসূচী সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেসব শিশু ভর্তি হয় তাদের শতকরা ৬৫·৫ জন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই দারিদ্র্য, জীবিকা অর্জনে লিপ্ত হওয়ার তাগিদ এবং প্রদত্ত শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার গরমিলের জন্য বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এসব শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার লক্ষ্যে ১৯৯২ ও ১৯৯৩—এ দু'বছরে ৪৫০০ কেন্দ্রে এক লাখ ৩৫ হাজার শিশুকে এ শিক্ষা দেয়া হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে ৩০ জন ছাত্রের জন্য থাকবে ১ জন শিক্ষক। প্রতি ১৫টি কেন্দ্রের জন্য থাকবে ১ জন সুপার-ভাইজার। প্রতিটি কেন্দ্রের অর্ধেক আসন বালিকাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তৃতীয়টি হচ্ছে, ১১-১৪ বছরের কিশোর-দের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এগার থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী শিশু যারা বিদ্যা-লয়ে ভর্তি হয়নি, যাদের অক্ষরজ্ঞান নেই এবং যারা শীঘ্রই শ্রম বিক্রি করবে তাদের জন্য এ শিক্ষা। এ কর্মসূচীর লক্ষ্য হচ্ছে এসব কিশোর/কিশোরীদেরকে পেশাগত ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া। ১৯৯২-১৯৯৩-এ দু'বছরের মোট ৪৫০০০ কেন্দ্রের মাধ্যমে এক লক্ষ ৩৫ হাজার কিশোর-কিশোরীকে এ শিক্ষা দেয়া হবে। দু'বছর মেয়াদী এ কোর্সের ৫০% ভাগ শিক্ষার্থী হবে কিশোরী। চতুর্থ কার্যক্রমটি হচ্ছে, ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সীদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম। এরা মোট জনসংখ্যার বিরাট অংশ। এ কর্মসূচীর লক্ষ্য হচ্ছে এ জনগোষ্ঠীকে ব্যবহারিক শিক্ষা, কারি-গরি দক্ষতা ও লাগসই প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষিত ও দক্ষ করে তোলা। ১৯৯২ ও ১৯৯৩ দু'বছরে দেশের ১৩৮টি থানায় পাঁচ হাজার কেন্দ্রের দু'লাখ প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষরকে এ শিক্ষা প্রদান করা হবে। এক বছর মেয়াদী এ কোর্সের অধীনে প্রতিটি কেন্দ্রে ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকবে। প্রতি ১৫টি কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকবেন একজন সুপার-ভাইজার। মহিলাদের জন্য ৫০% ভাগ আসন সংরক্ষিত থাকবে। শেষটি হচ্ছে, জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম। বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষাকে সজীব রাখার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের অধীনে দেশে ৬৯টি থানার প্রত্যেকটিতে ১০টি করে লাইব্রেরীর দায়িত্বে থাকবেন ১ জন লাইব্রেরীয়ান। প্রতি ১০টি লাইব্রেরীর দায়িত্বে থাকবেন ১ জন সুপারভাইজার। এসব লাইব্রেরীতে খবরের কাগজ, ম্যাগা-জিন, বিভিন্ন কার্যক্রমের লিফলেট ও সাক্ষরতা সহায়ক পুস্তক-পুস্তিকা রাখা হবে।

উপসংহার

গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার। সরকার আগামী ২০০০ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ৬৮টি থানায় বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে এ কর্মসূচী সম্প্রসারিত করা হবে। দেশের ৬৯টি থানায় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি থানায় এ গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এ লক্ষ্যে চলতি পাঁচ-সালা পরিকল্পনায় ৪৪ কোটি ৩০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক গণসচেতনতা ও সর্বস্তরের মানু-ষের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। এ জন্য গণশিক্ষা কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দো-লনে রূপ দিতে হবে। দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিককে এ কর্মসূচীতে শরীক হতে হবে।

[পিআইডি ফিচার]